بِسۡمِ اللّٰہِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِیۡمِ

نحمدہ و نصلّی علی رسولہ الکریم

সংক্ষিপ্তসার খুতবা জুমুআ

সত্যবাদিতার আলোকে মহানবী (সা.)-এর পবিত্র জীবনীর এক ঈমানদীপ্ত আলোচনা

সৈয়্যদনা হযরত আমীরুল মু'মিনীন হযরত মির্যা মাসরূর আহ্‌মদ খলিফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস আইয়্যাদাহুল্লাহু তাআলা বেনাস্‌রিহিল আযিয কর্তৃক ২৪'ই এপ্রিল, ২০২৬ ইং তারিখে যুক্তরাজ্যের (টিলফোর্ড) ইসলামাবাদের মসজিদে মুবারকে প্রদত্ত খুতবা জুমুআর সংক্ষিপ্তসার

আশ্‌হাদু আল্লাহ্ ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহ্‌দাহু লাশারীকালাহু, ওয়াশ্‌হাদু আন্না মুহাম্মাদান আবদুহু ওয়ারসূলুহু। আম্মাবাদু ফা-আউযুবিল্লাহি মিনাশ শয়তানির রজিম, বিসমিল্লাহির রহ্‌মানির রহিম। আল্‌হামদু লিল্লাহি রব্বিল 'আলামিন। আর রহ্‌মানির রহিম। মালিকি ইয়াওমিদ্দিন। ইয়্যাকা না'বুদু ওয়া ইয়্যাকা নাস্‌তাঈ'ন। ইহ্‌দিনাস সিরাত্বাল মুসতাক্বীম। সিরাত্বাল লাযীনা আনআ'মতা আ'লাইহিম। গায়রিল মাগদূবি 'আলায়হিম। ওয়ালাদ্‌দল্লীন।

তাশাহ্‌হুদ, তা'ঊয এবং সূরা ফাতিহা পাঠের পর সৈয়্যদনা হুযূর আনোয়ার (আই.) বলেন, সত্যবাদিতার উন্নত মানের প্রেক্ষাপটে মহানবী (সা.)-এর সর্বোত্তম আদর্শ এবং মু'মিনদের প্রতি তাঁর প্রদত্ত বিভিন্ন উপদেশ প্রদানের বিষয়ে বিগত খুতবায় আলোচনা করা হয়েছিল; আজও এ বিষয়ে আলোচনা করব। তিনি (সা.) বলেন, "কোনো ব্যক্তির মিথ্যবাদী হওয়ার জন্য এটিই যথেষ্ট যে, সে যা শোনে তাই বর্ণনা করে"। এটি বর্তমান যুগের মানুষের মাঝে সর্বত্রই দেখা যায়, এমনকি জামা'তের সদস্যদের মাঝেও কখনো কখনো এটি লক্ষ করা যায়।

আরেকটি হাদীসে রয়েছে, হযরত আয়েশা (রা.) বর্ণনা করেন, মহানবী (সা.)-এর নিকট তাঁর সাহাবীদের মিথ্যার চেয়ে অধিক অপছন্দনীয় বিষয় আর কিছুই ছিল না। কোনো ব্যক্তি নবী করীম (সা.)-এর সম্মুখে মিথ্যা বললে তিনি তা মনে রাখতেন। তিনি জানতে পারতেন যে লোকটি মিথ্যা বলেছে; এতে তিনি হৃদয়ে চরম মর্মপীড়া অনুভব করতেন এবং বিষয়টি তাঁর মনে গেঁথে থাকত ততক্ষণ পর্যন্ত যতক্ষণ না তিনি নিশ্চিত হতেন যে, উক্ত ব্যক্তি সেই পাপ থেকে তওবা করেছে, নিজের সংশোধন করে নিয়েছে এবং মিথ্যাচার থেকে সম্পূর্ণরূপে বিরত থাকা শুরু করেছে।

একটি রেওয়ায়েতে বর্ণিত আছে, হযরত আসমা (রা.) বর্ণনা করেন, জনৈক নারী মহানবী (সা.)-এর সকাশে উপস্থিত হয়ে নিবেদন করে, আমার এক সতীন আছে। আমি যদি তার কাছে আমার স্বামীর পক্ষ থেকে অধিক পরিমাণে সম্পদ ভোগের বহিঃপ্রকাশ করি যা প্রকৃতপক্ষে তিনি আমাকে প্রদান করেননি, শুধুমাত্র তাকে ঈর্ষান্বিত করার উদ্দেশ্যে করি, তাহলে কি আমার পাপ হবে? মহানবী (সা.) বলেন, যে ব্যক্তি সেই বিষয়ে, যা তাকে প্রদান করা হয়নি অতিরঞ্জিতভাবে তার বহিঃপ্রকাশ ঘটায় সে এমন, যেন মিথ্যার দু'টি কাপড় পরিধান করে রেখেছে।

এর ব্যাখ্যায় বর্ণিত হয়েছে যে, এখানে 'পোশাক' শব্দটি উদাহরণস্বরূপ ব্যবহৃত হয়েছে। এর গূঢ়ার্থ হলো, উক্ত ব্যক্তি মিথ্যা ও প্রতারণার আশ্রয় নিয়েছে। সে যেন মিথ্যার দুটি পোশাক পরিধান করে আছে,

যার একটিকে সে চাদর হিসেবে অঙ্গে জড়িয়েছে এবং অন্যটিকে পরিধেয় বস্ত্র (লুঙ্গি) হিসেবে ধারণ করেছে।

মহানবী (সা.) বলেন, চারটি বিষয় যার মাঝে রয়েছে সে পূর্ণ মুনাফিক আর যার মাঝে এর একটি বৈশিষ্ট্য পাওয়া যাবে তার মাঝেও কপটতার বৈশিষ্ট্য থাকবে যতক্ষণ না সে এটি পরিত্যাগ করে। এ চারটি বিষয় হলো, আমানতের খিয়ানত করা, মিথ্যা কথা বলা, অঙ্গীকার ভঙ্গ করা এবং ঝগড়া বিবাদের সময় গালিগালাজ করা। এ বিষয়গুলো কোনো না কোনোভাবে সরাসরি মিথ্যার সাথে সম্পর্কিত অথবা এ বিষয়গুলোর মাধ্যমে মিথ্যার বহিঃপ্রকাশ ঘটে।

মহানবী (সা.) বলেন, যখন কোনো বান্দা মিথ্যা বলে, তখন সে যে মিথ্যারূপ অপরাধটি করেছে তার দুর্গন্ধের কারণে ফিরিশ্‌তা তার কাছ থেকে এক মাইল দূরে চলে যায়। একবার মহানবী (সা.) শস্যভাণ্ডারের পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন। তিনি সেটিতে হাত দিয়ে দেখেন ভেতরের শস্য ভেজা। তিনি (সা.) বলেন, শস্য ভেজা কেন? এর মালিক বলে, বৃষ্টির পানি পড়েছিল। তিনি (সা.) বলেন, তাহলে ভেজা শস্য ওপরে রাখোনি কেন? যদি এর ওপর বৃষ্টির পানি পড়ে থাকে তাহলে ভেজা শস্য ওপরে রাখো যেন লোকেরা এটি দেখে ক্রয় করতে পারে। যে ধোঁকাবাজি করে সে আমাদের অন্তর্ভুক্ত নয়।

হুযূর আনোয়ার (আই.) বলেন, অতএব, আজ আমরা যারা হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর অনুসারী হিসেবে মহানবী (সা.)-এর প্রতি সত্যিকার ঈমান আনয়নের ঘোষণা প্রদান করি, আমাদের প্রতিটি কথা ও কাজে সত্যের উন্নত মান বজায় থাকা উচিত, নতুবা মহানবী (সা.) বলেছেন, এমনটি না হলে তোমরা আমার অন্তর্ভুক্ত নও। ফলে তোমাদের সঙ্গে আমার কোন সম্পর্ক নেই।

তিনি (সা.) সর্বদা সত্যবাদিতা এবং আমানতদারি ও বিশ্বস্ততার ক্ষেত্রে সর্বোত্তম আদর্শ হওয়ার কারণে মানুষের নিকট 'সাদিক' (সত্যবাদী) ও 'আমিন' (বিশ্বস্ত) হিসেবে সুপরিচিত ছিলেন।

একজন লেখক উল্লেখ করেছেন যে, মুহাম্মদ (সা.)-এর আগমনের পূর্বে অন্ধকার যুগে এই জাতির নিকট কোনো সতর্ককারী বা নবী আগমন করেননি। মানুষ তখন প্রতিমা, মূর্তি এবং শয়তানি শক্তির উপাসনা করত; আর তিনি (সা.) সেই মূর্তিপূজারী ও শয়তানের অনুসারী দলের মাঝেই অবস্থান করছিলেন। তদ্‌সত্ত্বেও তিনি কখনো মূর্তিপূজার প্রতি সামান্যতম অনুরাগ প্রকাশ করেননি এবং কখনোই তাদের অনুষ্ঠানে শরিক হননি। তাঁর নিকট হতে কেউ কখনো একটি মিথ্যা বাক্যও শ্রবণ করেনি। মানুষ তাঁকে পরম সত্যবাদী, বিশ্বস্ত, ধৈর্যশীল এবং অত্যন্ত দয়ালু হিসেবে গণ্য করত। এমনকি একটি রেওয়ায়েতে বর্ণিত হয়েছে যে, ইসলাম পূর্ব জাহেলিয়াত যুগেও মানুষ নিজেদের বিরোধ মীমাংসার জন্য রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট বিচার প্রার্থনা করত।

হযরত মুসলেহ্ মাওউদ (রা.) বলেন, মহানবী (সা.)-এর উত্তম চরিত্রের ওপর এটি এক সর্বজনীন সাক্ষ্য, যা তাঁর নিজের জাতিই প্রদান করেছে। নবুওয়াতের দাবির পূর্বেই তাঁর জাতি তাঁর নাম রেখেছিল 'আমিন' এবং 'সিদ্দিক'। পৃথিবীতে এমন বহু মানুষ আছেন, যাঁদের কখনো কোনো কঠিন অগ্নিপরীক্ষার সম্মুখীন হতে হয় না; তাঁরা কেবল সাধারণ কিছু অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে অতিবাহিত হন। কিন্তু এতদসত্ত্বেও তাদের জাতি তাদের কোনো বিশেষ উপাধিতে ভূষিত করে না। উদাহরণস্বরূপ, যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী প্রতিটি সৈনিকই নিজের প্রাণকে বিপন্ন করে, কিন্তু জাতি তাদের প্রত্যেককে 'ভিক্টোরিয়া ক্রস' প্রদান করে না; এমনকি জার্মান জাতিও তাদের প্রত্যেককে 'আয়রন ক্রস' দেয় না। ঠিক তেমনিভাবে, কোনো ব্যক্তিকে সমগ্র জাতির পক্ষ থেকে 'আমিন' এবং 'সিদ্দিক' উপাধি প্রদান করা এক বিরল ও অসাধারণ বিষয়। অতএব, আরবের শত শত বছরের ইতিহাসে সমগ্র জাতির পক্ষ থেকে কেবল একজন ব্যক্তিকেই 'আমিন' ও 'সিদ্দিক' উপাধি দেওয়া এটিই প্রমাণ করে যে, তাঁর আমানতদারি এবং সত্যবাদিতা উভয়ই এমন উচ্চপর্যায়ের ছিল যে, আরবদের জানামতে এর কোনো দ্বিতীয় দৃষ্টান্ত অন্য কোনো ব্যক্তির মাঝে বিদ্যমান ছিল না। আরবরা তাদের সূক্ষ্মদর্শিতা ও তীক্ষ্ণ বিচারবুদ্ধির কারণে বিশ্বে সুপরিচিত ছিল। সুতরাং যে বিষয়টিকে তারা অনন্য ও দুর্লভ হিসেবে

স্বীকৃতি দিয়েছে, তা নিঃসন্দেহে বিশ্ববাসীর নিকট বিরল হিসেবে গণ্য হওয়ার যোগ্য।

মহানবী (সা.)-এর জীবনচরিত বর্ণনা করে হযরত মুসলেহ্ মাওউদ (রা.) এক স্থানে লিখেছেন, মহানবী (সা.) তাঁর স্ত্রীকে এ বিষয়টি অবহিত করেন যে, আমার প্রতি এমন ওহী অবতীর্ণ হয়েছে। তখন স্ত্রী মোটেও এ কথা বলেননি যে, কেন মিথ্যা বলছেন? বরং তিনি বলেন, আপনি বিচলিত হবেন না, আপনি যা কিছু দেখেছেন তা ঠিক দেখেছেন। আল্লাহ্তা'লা আপনাকে ধ্বংস করতে পারেন না, কেননা আপনি মিথ্যা বলেন না, আপনি অসহায়দের সাহায্য করেন, আপনি হারিয়ে যাওয়া পুণ্যসমূহকে প্রতিষ্ঠিত করেন, আপনি অতিথি আপ্যায়ন করেন, সত্যের সাহায্য বা সমর্থন করেন। এরপর মহানবী (সা.)-এর সহধর্মিনী তাঁকে নিয়ে নিজের চাচাতো ভাই ওয়ারাকা বিন নওফেল-এর নিকট যান, যিনি একজন ঈস্রাইলী পণ্ডিত ছিলেন। তিনি এ বিষয়টি শোনামাত্রই বলেন, এটি এমন ওহী, যা মূসা (আ.)-এর প্রতি নাযিল হয়েছিল আর এটিতে এমন নির্দেশমালা পাওয়া যায়, যেমনটি মূসা (আ.)-এর ওহীতে বিদ্যমান ছিল। বাড়িতে মহানবী (সা.)-এর বালক বয়সি একজন চাচাতো ভাই ছিল, যে তবলীগের ভালো মাধ্যম হতে পারতো। যখন সে তার ভাই ও ভাবীকে অর্থাৎ মহানবী (সা.) এবং হযরত খাদীজা (রা.)- কে অনেক সাবধানে কোনো এক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে কথা বলতে শোনে তখন সে অত্যন্ত দৃঢ়তার সাথে অগ্রসর হয়ে এ কথা বলে, আমিও বিশ্বাস করি, আপনি সত্য এবং নিশ্চয় আল্লাহ্তা'লা আপনার সাথে এই বাক্যালাপ করেছেন। এরপর একজন মুক্ত ক্রীতদাস, যিনি মহানবী (সা.)-এর সচ্চরিত্রের প্রভাবে প্রভাবিত হয়ে নিজের পিতা-মাতাকে ছেড়ে তাঁর (সা.) দ্বারে পড়ে থাকতেন। তিনিও যখন সেই চুপিসারে হওয়া কথপোকথন শোনেন এবং নিজের মনিবের চেহারায় চিন্তার ভাঁজ দেখতে পান তখন সামনে অগ্রসর হয়ে নিজের মনিবের চাদর টেনে ধরেন এবং বলেন 'হে আমার মনিব! আপনি যা দেখেছেন তাই হবে অর্থাৎ, আপনি যা বলেছেন তা সত্য এবং যা দেখেছেন তা সত্য। আমাকেও আপনার সাথে থাকার সুযোগ দিন। অতঃপর তাঁর এক অন্তরঙ্গ বন্ধু ছিলেন, যেন একই শুক্তির গর্ভে লালিত অন্য এক মুক্তা। তিনি যখন শোনেন, তার বন্ধু ভিত্তিহীন বা কাল্পনিক কথাবার্তা বলতে শুরু করেছে আর মানুষ বলছে, হয়তো তাঁর মস্তিস্ক বিভ্রাট হয়েছে, তখন তিনি দৌড়ে তাঁর কাছে যান এবং জিজ্ঞেস করেন, আপনি শুধু বলেন আমি যা শুনেছি তা কি সঠিক? ইতিবাচক উত্তর পেয়ে তিনি তাঁর সত্যায়ন করে বলেন, 'হে আমার সত্যবাদী বন্ধু! আমি আপনার রিসালাতের প্রতি ঈমান আনছি। আল্লাহ্তা'লার নিপুণ কৌশল অবলোকন করো! বিরোধিতার প্রচণ্ড তুফান আসার পূর্বেই তিনি কীভাবে তাঁর জন্য সহচর সৃষ্টি করে দিলেন। মূসা (আ.) তো বোঝা বহনের নিমিত্তে একজন উজির বা সহকারী লাভের প্রার্থনা করেছিলেন; কিন্তু মহান আল্লাহ্ মুহাম্মদ রসূলুল্লাহ্ (সা.)-কে প্রার্থনা ব্যতিরেকেই পাঁচজন সহকারী দান করেছিলেন। তাঁরা এমন সাহায্যকারী ছিলেন, যাঁরা তাঁর গুরুভার লাঘবে শ্রেষ্ঠত্বের চরম পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করেছেন। ওরাকা নিঃসন্দেহে দ্রুত মৃত্যুবরণ করেছিলেন, তবে তিনি তাঁর সত্যবাদিতার ওপর এক অমোঘ সাক্ষ্য দিয়ে গেছেন। হযরত খাদিজা (রা.) নারী হওয়া সত্ত্বেও পরবর্তী বারো বছর ত্যাগের এমন দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন, যা দেখে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ বীরপুরুষদের চক্ষুও অবনত হতে বাধ্য। হযরত যায়েদ (রা.) পরবর্তী বিশ বছর ধরে আত্মোৎসর্গের এক অতুলনীয় নমুনা পেশ করেছেন এবং পরিশেষে উন্মুক্ত তরবারির সম্মুখে আপন শোণিত প্রবাহিত করে প্রমাণ করে দিয়েছেন যে, মুহাম্মদ রসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর সহকারীদের শৌর্য-বীর্য কেমন হওয়া উচিত। আর হযরত আবু বকর (রা.) ও হযরত আলী (রা.) তো তাঁর তিরোধানের পরেও জীবিত ছিলেন এবং খলিফা হিসেবে অধিষ্ঠিত হয়ে এক নতুন মহিমায় স্বীয় উজিরত্বের প্রমাণ দিয়ে গেছেন।

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) বলেন, আমাদের সৈয়্যদ ও মওলা হযরত মুহাম্মদ রসূলুল্লাহ্ (স.)-এর সেই অটল সত্যনিষ্ঠা ও বিশ্বস্ততার দিকে লক্ষ্য করো; তিনি প্রতিটি অশুভ শক্তির মোকাবিলা করেছেন, বিভিন্ন প্রকার বিপদ ও যাতনা সহ্য করেছেন, কিন্তু কখনোই পরোয়া করেননি। এই সেই সত্যনিষ্ঠা ও আনুগত্য, যার কারণে আল্লাহ্তা'লা তাঁর ওপর বিশেষ অনুগ্রহ বর্ষণ করেছেন। এ কারণেই তো আল্লাহ্তা'লা বলেছেন,

إِنَّ اللّٰهَ وَمَلٰٓئِكَتَهٗ يُصَلُّوْنَ عَلَى النَّبِيِّ يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا صَلُّوْا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوْا تَسْلِيْمًا

'নিশ্চয়ই আল্লাহ্ এবং তাঁর ফেরেশতাগণ নবীর প্রতি রহমত প্রেরণ করেন। হে মুমিনগণ! তোমরাও নবীর প্রতি দরুদ ও যথাযথ সম্মানসহ সালাম প্রেরণ করো।' এই আয়াত থেকে এটিই প্রতিভাত হয় যে, মহানবী (সা.)-এর কর্মসমূহ এমন ছিল যে, আল্লাহ্তা'লা তাঁর প্রশংসা বা গুণাবলিকে নির্দিষ্ট কোনো সীমারেখায় আবদ্ধ করার জন্য কোনো বিশেষ শব্দ নির্ধারণ করেননি। শব্দ হয়তো পাওয়া যেত, কিন্তু তিনি তা ব্যবহার করেননি; অর্থাৎ তাঁর সৎকর্মের মহিমা ছিল পরিসীমা বহির্ভূত। এমন আয়াত অন্য কোনো নবীর শানে অবতীর্ণ হয়নি। তাঁর পবিত্র আত্মায় এমন এক সত্যনিষ্ঠা ও স্বচ্ছতা বিদ্যমান ছিল এবং তাঁর আমলসমূহ খোদার দৃষ্টিতে এতটাই পছন্দনীয় ছিল যে, আল্লাহ্তা'লা চিরকালের জন্য এই আদেশ জারি করেছেন যেন কিয়ামত পর্যন্ত আগত মানুষেরা তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞতা স্বরূপ দরুদ পাঠ করে। তাঁর সাহস ও সত্যনিষ্ঠা এমন স্তরের ছিল যে, আমরা যদি ঊর্ধ্বলোক বা মর্ত্যলোক, সর্বত্রই দৃষ্টিপাত করি, তবে এর দ্বিতীয় কোনো দৃষ্টান্ত মেলা ভার। .... আমাদের পবিত্র নবী (সা.) এমন হাজারো মানুষকে সংশোধন করেছেন, যারা পশুর চেয়েও অধম ছিল। এমনকি তাদের কেউ কেউ পশুর ন্যায় নিজেদের মা ও বোনের মাঝে কোনো পার্থক্য করত না; তারা এতিমের মাল ভক্ষণ করত এবং মৃত ব্যক্তির সম্পদ আত্মসাৎ করত। কেউ ছিল নক্ষত্রপূজারী, কেউ নাস্তিক, আবার কেউ ছিল পঞ্চভূতের উপাসক। তৎকালীন আরব উপদ্বীপ যেন বিচিত্র সব ধর্ম ও মতবাদের এক সংমিশ্রণ ছিল। এর ফলে একটি বড় উপকার এই হয়েছে যে, পবিত্র কুরআন স্বীয় বক্ষে প্রতিটি বিষয়ের শিক্ষা ধারণ করেছে। পৃথিবীতে যত প্রকার ভ্রান্ত বিশ্বাস সম্ভব, তা নির্মূল করার জন্য কুরআনের শিক্ষাই যথেষ্ট। এটি আল্লাহ্তা'লার গভীর প্রজ্ঞা ও তকদিরের এক অপূর্ব নিদর্শন যে, তিনি মহানবী (সা.)-কে এমন এক সময়ে প্রেরণ করেছিলেন যখন অন্ধকারাচ্ছন্নতা চরম সীমায় পৌঁছেছিল; অতঃপর তিনি সেই পশুপ্রবৃত্তি সম্পন্ন মানুষদের প্রকৃত মানুষে রূপান্তরিত করেছিলেন। **আল্লাহুম্মা সল্লি আলা মুহাম্মাদিন ওয়া আলা আলি মুহাম্মাদিন ওয়া বারিক ওয়া সল্লিম ইন্নাকা হামীদুম মাজীদ।**

হুযূর আনোয়ার (আই.) পরিশেষে দোয়া করেন, আল্লাহ্তা'লা আমাদেরকে মহানবী (সা.)-এর পদাঙ্ক অনুসরণ করে সত্যের মানদণ্ডকে আরও উন্নত করার তৌফিক দান করুন।

আল্হামদুলিল্লাহি নাহ্মাদুহূ ওয়া নাসতায়ীনুহূ ওয়া নাসতাগ্ফিরুহূ ওয়া নু'মিনুবিহী ওয়া নাতাওয়াক্কালু আলাইহি ওয়া না'ঊযুবিল্লাহি মিন শুরুরি আনফুসিনা ওয়া মিন সায়্যিআতি আ'মালিনা-মাইয়্যাহ্দিহিল্লাহু ফালা মুযিল্লালাহু ওয়া মাই ইউয্লিলহু ফালা হাদিয়ালাহু-ওয়া নাশহাদু আল্লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহ্দাহু লা শারীকালাহূ ওয়ানাশহাদু আন্না মুহাম্মাদান আবদুহূ ওয়া রাসূলুহু-

'ইবাদাল্লাহি রাহিমাকুমুল্লাহু-ইন্নাল্লাহা ইয়া'মুরু বিল 'আদলি ওয়াল ইহসানি ওয়া ঈ'তাইযিল কুরবা ওয়া ইয়ানহা 'আনিল ফাহ্শাই ওয়াল মুনকারি ওয়াল বাগ্ই-ইয়াইযুকুম লা'আল্লাকুম তাযাক্কারুন। উযকুরুল্লাহা ইয়াযকুরকুম ওয়াদ'উহু ইয়াসতাজিবলাকুম ওয়ালা যিক্রুল্লাহি আকবর।

('মজলিশ আনসারুল্লাহ্ ভারত' কর্তৃক প্রকাশিত সংক্ষিপ্ত উর্দু খুতবার অনুবাদ)

Bengali Khulasa Khutba Juma
Huzoor Anwar (at)

24 April 2026

Distributed by

Ahmadiyya Muslim Mission
.....*P.O*.....
Distt.....*Pin*.....*W.B*

To,

বিশদে জানতে:Toll Free No.1800 103 2131| www.alislam.org | www.mta.tv | www.ahmadiyyamuslimjamaat.in